আলোর তুলি

হরপ্রসাদ সরকার

আলোর তুলি

ছোট গল্প

হরপ্রসাদ সরকার

Title: Aalur Tuli. Bengali short stories.
© All right reserved by the writer. There is no hard copy of this book. Be aware of pirated copy. Date: 25th July 2016

Riyabutu.com

সূচীপত্র

দুই মেঘ..... 4

কোকিল পাখীর গান 6

ডবল টাকার নোট ..... **Error! Bookmark not defined.**

তুফান আদেশ ..... **Error! Bookmark not defined.**

ঈশ্বরের ছবি ..... **Error! Bookmark not defined.**

রাহু চোর ..... **Error! Bookmark not defined.**

পবনপাহাড় ..... **Error! Bookmark not defined.**

কুসুমজবার ঘাট ..... **Error! Bookmark not defined.**

হিংসুটে পাতা..... **Error! Bookmark not defined.**

রসিকের কথা..... **Error! Bookmark not defined.**

রাজা জয়রাজ ..... **Error! Bookmark not defined.**

শালিক পাখী ..... **Error! Bookmark not defined.**

মা'র কথা ..... **Error! Bookmark not defined.**

কাদামাটির সাধু..... **Error! Bookmark not defined.**

পরিবর্তন মানিয়ে..... **Error! Bookmark not defined.**

পূর্ণিমা..... **Error! Bookmark not defined.**

রাজ ভিক্ষা..... **Error! Bookmark not defined.**

রাখাল আর ডাকাত..... **Error! Bookmark not defined.**

দুই মেঘ

একদিন কাঠফাটা রোদে দুইটি কুচকুচে কালো মেঘ আকাশ দিয়ে উড়ে উড়ে যাচ্ছিল। তারা দুই বন্ধু, ওনা আর বনা । তারা উড়ে যেতে যেতে দেখল এক রাজ্যে জলের খুব অকাল পড়েছে। চারিদিকে জলের জন্য হাহাকার। সব পুকুর, নালা শুকিয়ে আছে। গাছপালা সব শুকিয়ে মরার মত দাঁড়িয়ে আছে। কোন গাছেই কোন পাতা নেই, ফল নেই। তপ্ত রোদে মাঠের পর মাঠ ফেটে আছে। মাঠের ফসল সব মরে গেছে, জ্বলে গেছে। ঘরে ঘরে অন্নের জন্য, জলের জন্য কান্না, হাহাকার আর হানাহানি।

এই সব দেখে ওনার মনে খুব দয়া হল। সে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল। ওনাকে এমন ভাবে দাঁড়াতে দেখে বনা বলল “কি হল ওনা? তুমি হঠাৎ দাঁড়িয়ে কেন?”

ওনা বনাকে নীচের করুন দৃশ্য দেখাল। সে বলল “আমার কাছে তো অনেক জল আছে। আমার জলে সবার দুঃখ চোখের নিমিশেই দূর হয়ে যাবে। আমি এখনই এখানেই ঝড়ে যেতে চাই।”

এ কথা শুনে বনা হায়! হায়! করে উঠল। সে বলল “একি বলছিস ওনা! এখানে ঝড়ে গেলে তোর এমন সুন্দর কুচকুচে কালো রূপ আর থাকবে না। তোর মেঘের অস্থিত্বই শেষ হয়ে যাবে। তুই চিরদিনের জন্য মরে যাবি। চল দুই বন্ধু মিলে হিমালয় পর্বতে যাই, সেখান বরফ হয়ে দীর্ঘদিন সুখে শান্তিতে থাকবো।”

ওনা বনার কথা না শুনে তখনি ঝড়ে পড়ল মাটিতে। বনা তা দেখে বন্ধুকে খুব গালাগাল দিতে দিতে উড়ে গেল আকাশে।

ওনা মাটিতে ঝড়ে পড়তেই চারিদিকে খুশির বন্যা বয়ে গেল। আনন্দ উৎসবে সবাই মেতে উঠল। গাছপালা আবার সবুজ পাতা মেলল, বীজেরা আবার অঙ্কুর মেলে দিল। দেখতে দেখতে কিছু দিনের মধ্যেই আবার চারিদিক সবুজে সবুজ হয়ে গেল। চারিদিকে

জলে থৈ থৈ। খাওয়া পড়ার আর কোথাও কোন অভাব রইল না। সবার মুখেই হাসি। এমনি করে বহু বছর পেড়িয়ে গেল।

বহু বছর পড়ে আবার একদিন যখন বনা কুচকুচে কালো মেঘ হয়ে ঐ জায়গা দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল তখন নীচে থেকে তার কানে একটি আওয়াজ ভেসে এল "কি বন্ধু কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ।" বনা থমকে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল। সে দেখল সুবিশাল একটি বটগাছ মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে তাকে বলছে "বনা, আমাকে তুমি চিনতে পেরেছো? আমি তোমার বন্ধু ওনা। এই দেখ আমি কত বিশাল এক বটগাছ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। লোকে আমার ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে, আমার চারিদিকে সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে, আমাকে ঘিরে লোকে মেলা নিয়ে বসে, আমাকে বনদেবতা বলে পূজা করে। বন্ধু আমি মরে গিয়েও খুব সুখে আছি। ওই দেখ আমার এক একটা জল বিন্দু ঐ দুরের বিশাল বিশাল শাল, সেগুন গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে, এই গ্রামের কোনায় কোনায় আমার কনা ছড়ি আছে নানান রূপে। আজ আমার মেঘের রূপ নাই কিন্তু অসংখ্য রূপে আমি ছড়িয়ে আছি। তুমি এখানে যেদিকেই পা দিবে আমাকে পাবে বন্ধু। কিন্তু এত বছর পরেও দেখি তোমার রূপ তেমনি আছে, তেমনি তুমি হাওয়ায় উদ্দেশ্যহীন ভাবে উড়ে বেড়াচ্ছ? ভাল আছো তো বন্ধু?"

কোন শব্দ না করে বনা চুপ করে সেখান থেকে উড়ে গেল।

কোকিল পাখীর গান

এক বনে নন্দু নামে এক কোকিল পাখী ছিল। সে খুব মধুর গান করতে পারত। সে যখন গান করত তখন বনের হরিণরা চুপ করে তার গান শুনত। বনের পশু পাখী সবাই তার গানের খুব প্রসংশা করত। নিজের গানের এত প্রসংশা শুনে শুনে নন্দু কোকিলের মনে খুন অহংকার জন্ম নিল। আগের নন্দু কোকিল আর আগের মত রইল না। সে বাকীদের সাথে যেমন-তেমন ব্যবহার করতে লাগল। তার মনের সেই কোমলতা আর রইল না।

একদিন নন্দু কোকিল ভাবল সে রাজাকে গান শুনাবে। রাজা তো তার গানের প্রসংশা করবেনই। আর রাজা যদি একবার প্রসংশা করেন তাহলে সারা দেশে তার খুব নাম হবে, যশ হবে। রাজার কাছ থেকে অনেক উপহার ও পাওয়া যাবে। এই ভেবে সে একদিন রাজ দরবারে হাজির হল। রাজ দরবারে হাজির হয়ে সে নিজেই নিজের খুব খুব প্রসংশা করতে লাগল। রাজা মনে মনে হাসলেন আর তাকে তার গান শুনানোর অনুমতি দিলেন।

নন্দু কোকিল তার গান শুনাতে শুরু করল। সে চোখ বন্ধ করে গান শুর করল। কিন্তু তার কন্ঠ হতে মধুর গান আর বের হল না। খুব ফেস-ফেস সুরে, তালে বেতালে, সুরে বেসুরে সে তার গান শুরু করল। সকল সভাসদ তার গান শুনে হা হা হাসতে লাগল। কেউ দুর-দার করতে লাগল। কেউ উপহাস করতে লাগল।

ঘটনাটা এমন হবে নন্দু কোকিল তা স্বপ্নেও ভাবেনি। অপমানে, লজ্জায় সে রাজসভাতেই কান্না জুড়ে দিল। রাজা তখন তাকে বললেন "মধুর স্বর আর অহংকারের স্বর এক সাথে একই কন্ঠ দিয়ে বের হতে পারে না। তাই নন্দু কোকিলের গলায় আজ আর মধুর স্বর নেই। অহংকারের স্বর, তার মধুর স্বরকে বের হতে দেয়নি।" অপমানে অভিমানে কাঁদতে কাঁদতে নন্দু কোকিল রাজসভা থেকে বেড়িয়ে গেল।